দৈনিক বাংলা ১৭৪

তারিখ ...11 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আর নয় সন্ত্রাস ঃ ঢাকা ভার্সিটিতে মানববলয়ের দৃপ্ত ঘোষণা

মুজতবা খন্দকার ঃ "শোকের অনুকূলে আর ভিড়াবোনা স্রোত/এবার শুধু প্রতিরোধ প্রতিশোধ।" এই দৃপ্ত প্রত্যয় ঘোষিত, হয়েছে বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এ ঘোষণা ছিল শান্তির পক্ষে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সমবেত হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। হাতে হাত রেখে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে "মানব বলয়" রচনা করেছিলেন কলা ভবনকে ঘিরে। এক ঘন্টার এই মানব বলয় স্থবির করে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। শুধু সন্ত্রাসের বিরোধিতাই নয়, সন্ত্রাসের শিকার প্রিয়জনদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার তাগিদে সবাই নেমে এসেছিলেন এই মানব বলয়ে অংশ নিতে।

টিএসসি থেকে রোকেয়া হল, অপরাজেয় বাংলা থেকে লেকচার থিয়েটার ভবন, ডাকসু ভবন থেকে মধুর ক্যান্টিন- সবখানেই হাত হাতে ধরে মাথা উঁচু করেছিল সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে।

এই ক্যাম্পাসের সবুজ দূর্বাঘাসের উপর রক্ত পড়েছে অনেক। শিক্ষা পরাজিত হয়েছে সন্ত্রাসের কাছে। মরেছে কারো ভাই, কারো সন্তান। প্রতিবছরই কেউনা কেউ লাশ হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে। আর কোন লাশ নয়, আর কোন মৃত্যু নয়, "মানবিক সভ্যতাকে দানবিক শক্তির কাছে আর পরাজিত হতে দেবোনা" এই শপথে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল গতকালের বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর মধ্যে একটাই আকাংখা ফুটে উঠেছিল এই মানববলয়ে- সন্ত্রাস নয়, শিক্ষা চাই। এই মানববলয়ে যারা শরিক হয়েছিলেন তাদের সবার হাতে ছিল সন্ত্রাস বিরোধী স্লোগান সংবলিত-প্লাকার্ড। "শোকের অনুকূলে আর ভিড়াবোনা স্রোত, এবার শুধু প্রতিরোধ, প্রতিশোধ", "উই ওয়ান্ট পিস", "সন্ত্রাসের অববাহিকা বসতিশূন্য হোক", "আসুন ঘৃণার "দাতে কামড়ে ধরি সন্ত্রাস", "নো টেরোরিজম, স্টপ ভায়োলেন্স" মানুষের রাজ্যে সন্ত্রাসী পশুদের বিচার চাই, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় অথবা "আশাতে বিশ্বাস রাখি আশংকাতে নয়" এ ধরনের অসংখ্য সন্ত্রাস বিরোধী লেখা ছিল প্ল্যাকার্ডগুলোতে।

লাইব্রেরীর বারান্দা, কলাভবনের করিডোর, ডাকসু ক্যাফে, লেকচার থিয়েটার ভবন, মধুর ক্যান্টিন- কোথাও এই সময়টিতে ছিল না কোন আড্ডা, কোন গুঞ্জন। এখানকার আড্ডা ছেড়ে সবাই শরিক হয়েছিলেন এই মানববলয়ে। এসময় অনুষ্ঠিত হয়নি ক্লাস, বইখাতা ফেলে রেখে শ্রেণীকক্ষ থেকে সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল মানববলয়ে।

পৌষের মিষ্টি সকালের সোনালী রোদ্দুর গলায় মেখে দাঁড়িয়ে ছিল এমএ প্রথম পর্বের ছাত্রী উর্মি। কেন এসেছেন- প্রশ্ন করতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল তার এক কষ্টের কথা। বলেছিল সন্ত্রাসের বলি তার এক আপনজনের কথা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সে ছিল এক প্রতিবাদী তরুণ। সন্ত্রাসীরাই খুন করেছে তাকে।

কিছুদিন আগে সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তরুণ শিক্ষক নুবান আহমেদ। "আর কোন নুবানের মৃত্যু নয়, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই" এই স্লোগান কাল নতুন মাত্রা পেয়েছে এই মানববলয়ে।

এই মানববন্ধনে শরিক হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির শিক্ষকগণ ছাড়াও ডঃ জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা বেগম, ডঃ আসাদুজ্জামান, ডঃ মোসলেহ উদ্দীন তারেক, প্রাবন্ধিক আহমদ ছফা, কবি ফরহাদ মাজহার, হোসেন জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বাবুল আখতার একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লেখাছিল তাতে "তরুণ মন, বল কিছু তুমি, বল কিছু আজ গড় মানববন্ধন গড় প্রতিবাদের দৃঢ় সমাজ .....।"

এই মানববলয় সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অভিমত, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এমন স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ আর কখনই দেখা যায়নি। তারা বলেন, 'সন্ত্রাস' পরাভূত হবে কি হবে না একথা নয়, সন্ত্রাস আর সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সকল মহলের এই সাহসী উচ্চারণ। আর এই মানববলয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক ইতিহাস হয়ে রইবে।